- **কবিতা : সাগর তর্পণ**
- **কবি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**

- **1) বহু বিকল্পধর্মী প্রশ্নাবলি :**

ক) b) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে　　খ) a) জীবনব্যাপী কাজ

গ) c) মন্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ঠিক　　ঘ) b) মন্তব্য ঠিক যুক্তি ভুল

ঙ) d) iii-ii-iv-i　　চ) a) i-ii-iv-iii

ছ) b) বিবৃতি ১ ও ২ সঠিক, বিবৃতি ৩ ভুল

- **2) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো :**

ক) - মিথ্যা　　খ) - মিথ্যা　　গ) - সত্য

- **3) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো:**

ক) "বাংলাদেশের দেশি মানুষ!"

উত্তর: ■ পংক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা "সাগর তর্পণ" কবিতার অংশ।

■ ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালি জাতির জন্য জীবন পাত করেছিলেন। সেজন্য বাঙালির অন্তরে তিনি অমর। এই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

■ বিদ্যাসাগর ছিলেন মনে প্রানে খাঁটি বাঙালি। তিনি ইংরেজি সভ্যতা ও ভাষায় দক্ষ হলেও নিজের বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেননি। সেই যুগে সকলে ইংরেজি ভাষা মানলেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। বিদেশি শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে দেশীয় শিক্ষাকে তিনি বেশি মর্যাদা দিতেন। তাই কবি তাঁকে "দেশি মানুষ" বলেছেন।

খ) "সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়।"

উত্তর: ■ পংক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা "সাগর তর্পণ" কবিতার অংশ।

■ কবি বলেছে ইশ্বরচন্দ্র কে দেখলে মনে হয় আগুন ও জলের সহাবস্থান সম্ভব। তিনি ছিলেন কঠোর ও কোমলের এক বিরল মিশ্রণ। এই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

■ সাগরে থাকে জল। জল দিয়ে আগুন নেভানো হয়। তাই জল ও আগুনের পাশাপাশি থাকা অসম্ভব। বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্তব্যে স্থির ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর। আবার অন্যদিকে গরিবের দুঃখে বিগলিত, বিধবাদের দুঃখে কাতর। এই দুই বিপরীত চরিত্র একই মানুষের মধ্যে উপস্থিত ছিল। তাঁর সাহস ছিল আগুনের মতো অপরদিকে তাঁর করুণা ছিল সাগরের মত। তাই কবি বলেছেন আগুন ও সাগরের প্রতীক তিনি।

গ) "দয়া স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার।"

উত্তর: ■ প্রতিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা "সাগর তর্পণ" কবিতার অংশ।

■ বিদ্যাসাগরের মন ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত - স্নেহ ও দয়া সাগরের মতোই। পারাবার কথার অর্থ হলো সাগর। এই প্রসঙ্গে এই উক্তি।

■ বিদ্যাসাগর ছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি চেহারার মানুষ। কিন্তু তিনি ছিলেন দয়া ও স্নেহের আধার। কোন মানুষের সমানতম

Scanned with OKEN Scanner

দুঃখ দেখলে তিনি করুণায় বিগলিত হতেন। তাঁর মত দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ মানুষ এই বাংলায় বিরল। তাই কবি বলেছেন, বাইরে ক্ষুদ্র হলেও, দয়া ও স্নেহে তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো বিশাল।

• 4) অর্থ লেখো :

ক) মূর্ত – মূর্তিমান
খ) প্রত্যয় - নিশ্চিত বিশ্বাস
গ) অভাজন - অবাঞ্ছিত
ঘ) পারাবার - সমুদ্র
ঙ) অকিঞ্চন - যার কিছু নেই

• 5) বিপরীত শব্দ লেখো :

ক) অবিশ্বাসী - বিশ্বাসী
খ) ব্যর্থকাম - সফলকাম
গ) ক্ষুদ্র - বৃহৎ
ঘ) নিঃস্ব - ধনী
ঙ) কল্পনা - বাস্তব

• 6) বাক্য রচনা করো :

ক) বীর - এই অঞ্চলের মানুষজন তাঁকে বীরের মতো সম্মান করে।
খ) লোভ - অতিরিক্ত লোক মানুষের জীবনকে নষ্ট করে।
গ) কল্পনা - আমরা একটা সুন্দর সবুজ পৃথিবীর কল্পনা করি।
ঘ) শিশু - সদ্যোজাত শিশুটি মায়ের কোলে শুয়ে আছে।
ঙ) মূর্তি - শিল্পীরা তাদের দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি স্থাপন করে।

• 7) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

ক) তর্পণ কি ?

উত্তর: পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনায় মহালয়ার দিনে মৃত পূর্ব পুরুষদের অন্য জল দান করে শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথাকে তর্পণ বলে।

খ) ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তর: 1820 খ্রিস্টাব্দের 26 সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ও মাতার নাম কী ?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী।

ঘ) কার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কাজে নেমেছিলেন ?

উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র তার মাতা ভগবতী দেবীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কাজে নেমেছিলেন।

ঙ) কে অদৃষ্ট কে বারবার ব্যর্থ করেছে ?

উত্তর: বিদ্যাসাগর তার সেবা পরায়ণতা দিয়ে বারবার অদৃষ্ট কে ব্যর্থ প্রমাণ করেছেন।

• 8) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

ক) বিদ্যাসাগরকে "দয়ার সাগর" বলা হয় কেন?

উত্তর: বিদ্যাসাগর যে কোন মানুষের দুঃখের কথা শুনলে দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়তেন। তাঁর হৃদয় ছিল করুণা পূর্ণ। তিনি নিজের কথা চিন্তা না করে অন্যকে সাহায্য করতেন। তিনি বহু মানুষের বিপদে উপকার করেছেন। এই কারণে দেশের মানুষ তাঁকে দয়ার সাগর নামে অভিহিত করেছিল।

Scanned with OKEN Scanner

খ) কবিতায় কবি কোন্ অর্থে "সাগর তর্পণ" কথাটি ব্যবহার করেছেন ?

উত্তর: কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাগর তর্পণ কবিতার শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্রকে সাগর নামে সম্বোধিত করেছেন। তর্পন কথাটির অর্থ - মহান ব্যক্তিকে সশ্রদ্ধ স্মরণ করা। মহালয়ার দিনে পূর্বপুরুষদের অন্ন জল দান করার জন্য আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে তর্পণ করে থাকি। কবিও তেমনি সাগরূপী বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে তর্পণ বা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

গ) "তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়" -

i) কার কি দেখে অবিশ্বাসীর প্রত্যয় হয়েছে ?

ii) এই প্রত্যয় কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে তোমার মনে হয় ?

উত্তর: i) সাগরের মধ্যে থাকে জল, যে জল দিয়ে আগুন নেভানো হয়। তাই জল ও আগুনের একত্র সহাবস্থান অসম্ভব হলেও ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে কঠোর ও কোমলের সমন্বয় দেখে অবিশ্বাসীর মনে হয়েছে জল ও আগুনের সহাবস্থান সম্ভব।

ii) বিদ্যাসাগর ছিলেন আগুনের মতো বীরপুরুষ। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর, আবার গরিব-দুঃখীর প্রতি দুর্বল। বাল্যবিধবাদের জন্য তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তার সাহস ছিল আগুনের মত, দয়া করুণা ছিল সাগরের জলের মত - তাই বলা যায় কথাটি যুক্তিযুক্ত।

ঘ) "তাইতো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর" -

i) কী কারনে, কার অশ্রুধারা ঝরছে ?

ii) তাঁর কোন্ মূর্তি বক্তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে?

উত্তর: i) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অশ্রুধারা ঝরছে।

ii) বিদ্যাসাগর জীবিত না হলেও কবির মনে তাঁর সৌমমূর্তিটি বিরাজিত। তাঁর শরীর আকারে ছোট হলেও, তিনি ছিলেন দয়া ও করুণায় সমুদ্রের মতো বিশাল। তিনি ছিলেন দয়া ও করুণার সাগর - তাঁর মৃত্যুতে বাঙালির হৃদয় শূন্য। তাই তাঁর বিয়োগে কবির চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

ঙ) "বীরসিংহের সিংহশিশু! বীর্যে সুগম্ভীর!" -

i) কাকে "বীরসিংহের সিংহশিশু" বলা হয়েছে?

ii) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রে "সিংহশিশু" এবং "বীর্যে সুগম্ভীর" শব্দবন্ধ দুটি কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

উত্তর: i) বীর সিংহের সিংহ শিশু হলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

ii) ঈশ্বরচন্দ্র বীর সিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সিংহের মতোই বীরপুরুষ। বিধবা বিবাহ প্রথার জন্য তিনি অনেক বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার বীরত্ব দিয়ে সবকিছুর পরাজয় করেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন। সুতরাং শব্দবন্ধ দুটি যুক্তিযুক্ত।

Scanned with OKEN Scanner